■ জনবিস্ফোরণের সমস্যা (The Problem of Population Explosion)

আমরা আজকের অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলির জনবিস্ফোরণের সমস্যা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে পারি। জনবিস্ফোরণ বলতে বোঝায় উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া। স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে এমনটি ঘটছে বলে ম্যালথাস ও নয়া-ম্যালথাসপন্থী পণ্ডিতেরা মনে করেন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে যেভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সীমিত রাখা প্রয়োজন তা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জনবিস্ফোরণের অবস্থা দেখা দিয়েছে এবং উদ্ভূত হয়েছে নানান রকমের অর্থনৈতিক সমস্যা।

এইসব স্বল্পোন্নত দেশ শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে উন্নয়নের কতগুলি উপজাত উপাদান (By products) আমদানি করেছে কিন্তু সম্প্রসারণের পদ্ধতিটিকে ঠিক আয়ত্ত বা অনুসরণ করতে পারেনি। ব্যাখ্যা হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, পাশ্চাত্যের উন্নত ধরনের ওষুধ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রসারের ফলে মৃত্যুহার অতি দ্রুতগতিতে কমে গেছে এবং ফলে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে। অপরদিকে, কিন্তু জাতীয় আয় জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে

Scanned with CamScanner

অতিক্রম করতে না পারায় জীবনযাত্রার মানে বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য লক্ষণও

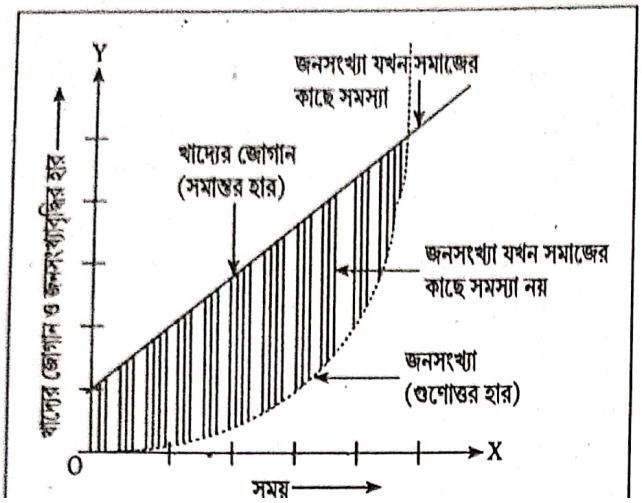

অর্থব্যবস্থায় প্রতিভাত হয়নি। অর্থাৎ, এই সমস্ত দেশে ইউরোপের দেশগুলির মতো **'শিল্পবিপ্লব'** সংঘটিত হয়নি; ঘটেছে **'জনস্বাস্থ্য বিপ্লব'** (Public Health Revolution)।

অতএব, পাশ্চাত্য দেশের অনুসরণে বাতাবরণের উন্নয়নই হল জনবিস্ফোরণের সমস্যার মৌল কারণ। কিন্তু তাই বলে আমরা এই উন্নয়নের সঙ্গে আরও জনবৃদ্ধিকে মেনে নিতে পারি না। কারণ, আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশে পাশ্চাত্য প্রযুক্তির প্রবর্তন এবং তথাকথিত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও জনসাধারণের এক বৃহদাংশ দরিদ্রই রয়ে গিয়েছে—দারিদ্র্য সীমার (Poverty Line) নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পায়নি।

Scanned with CamScanner